জেলার অন্যতম প্রথম সারির সংবাদ পাক্ষিক

বাঁকুড়া প্লাস

PRGI NO.-WBBEN/26/A3312

প্রথম বর্ষ ❑ ০৫ সংখ্যা ❑ ০৩ শ্রাবণ ১৪৩৩ ❑ BANKURA PLUS ❑ VOL -01❑ ISSUE- 05 ❑ 20 July 2026 ❑ Price ₹ 2

মেজিয়ার মঞ্চ থেকেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ শুভেন্দুর

নিজস্ব সংবাদদাতা,মেজিয়া : মেজিয়ায় ১৫ হাজার কোটির শ্যাম স্টিল প্রকল্পের শিলান্যাসের মঞ্চ থেকেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

শুক্রবারের এই অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, পূর্তমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ -সহ একাধিক মন্ত্রী ও বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন।

বক্তৃতার শুরুতেই শুভেন্দু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আপনার হাতে এখন অনেক সময়। একবার এসে প্ল্যান্টটা ঘুরে যান।" এরপরই তৃণমূল আমলে হিন্দিভাষী শিল্পপতিদের 'বহিরাগত' বলার অভিযোগ তোলেন তিনি। তাঁর কথায়, "রাজ্যের শিল্পে অবাঙালিদের বড় অবদান। এঁদের বহিরাগত বলবেন না।"



তৃণমূল আমলের তোলাবাজি-সিন্ডিকেট নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, "এই সরকার না এলে শিল্পপতিরা সবাই ওড়িশা চলে যেত। গুন্ডা ট্যাক্সের জন্য রাস্তায় বেরোনোই যেত না। এখন বাংলা-বাঙালি বেঁচেছে।" একইসঙ্গে ৩৪ বছরের বাম শাসনকে দায়ী করে তিনি বলেন, "হরতাল-বন্ধ করে জুটমিল, চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর সব শেষ করে দিয়েছে।"

শিল্পাঞ্চলে অশান্তি নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারিও দেন শুভেন্দু। বলেন, "কারখানায় গেটে তালা দিলে জেলে যেতে হবে। গেট ভাঙলে তিনগুণ জরিমানা। কোনও গুন্ডাগিরি বরদাস্ত হবে না।"

শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ও বাম ও তৃণমূল দুই সরকারকেই কাঠগড়ায় তোলেন। বলেন, "আমি শিল্পের স্টার্টআপ মন্ত্রী। আগের তিনজন কিছুই দিয়ে যায়নি।"পাল্টা জবাবে বাঁকুড়ার এক সিপিএম নেতা বলেন, "ইতিহাস অস্বীকার করাই বিজেপির কাজ। হলদিয়া, বক্রেশ্বর বাম আমলেই হয়েছে। সিঙ্গুর থেকে টাটাকে ওঁরাই তো তাড়িয়েছিল।"

রথযাত্রায় তুমুল ভিড়, দুর্ঘটনায় আহত দুই

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়াঃ জাঁকজমকের সঙ্গেই পালিত হল রথযাত্রা। তবে পাত্রসায়রে শোভাযাত্রায় দুজন আহত হলেন। পাত্রসায়রের গৌড়িয় মঠের রথের চূড়া পুরনো হাটতলার কাছে একটি বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগের তারে ধাক্কা খায়। পুলিশ জানিয়েছে, তারের সংযোগস্থলের ইট খসে পড়লে দুজন আহত হন। তাঁদের পাত্রসায়র ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়।

তবে অন্যত্র নির্বিঘ্নেই উৎসব হয়েছে। রাজ্য সরকারের অনুদান পাওয়া বাঁকুড়া শহরের ব্যাপারিহাট বড় রথ ও শ্যামসুন্দর রথ কমিটির শোভাযাত্রায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাটআউট ছিল। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদও জানানো হয়। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ইসকনের রথেও মানুষের ঢল নামে। পাত্রসায়রের রামপুর বড়মণ্ডল রাজবাড়ির রথের দড়িতে টান দেন মন্ত্রী দিবাকর ঘরামি, বাঁকুড়ার জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত। পাত্রসায়রের ঠাকুরবাড়ির প্রাচীন রথ দেখতে ভিড় হয়। বড়জোড়ার হাটআশুড়িয়ার ইসকন নামহট্ট এ বার প্রথম রথ করে। বিষ্ণুপুরের রাজদরবার রথ উৎসব কমিটির রথ দেখতে ভিড় ছিল। বিষ্ণুপুরের মাধবগঞ্জে সকালেই রথ টানা হয়। কৃষ্ণগঞ্জের রথযাত্রায় যোগ দেন বিষ্ণুপুরের বিধায়ক শুভ্রা চট্টোপাধ্যায়। তালডাংরার বিবড়দায় রথযাত্রায় যোগ দেন স্থানীয় বিধায়ক সৌভিক পাত্র।

আইনি পথে চালু হবে শালতোড়ার পাথর শিল্প: শুভেন্দু



বাঁকুড়াঃ মেজিয়ায় শ্যাম স্টিলের শিলান্যাসে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আশ্বাস দিলেন, আইনি পথেই চালু হবে শালতোড়ার বন্ধ পাথর শিল্প। ২০২১-এ চন্দনা বাউরি জেতার পর প্রশাসনিক কড়াকড়িতে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ কাজ হারান। শুক্রবার তিনি বলেন, "আমি যা বলি তা করি। পাথরশিল্প আইনসিদ্ধ করে দেব।"

অনুষ্ঠানের পর জেলার উদ্যোগপতিদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি ও শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। দূর্গাপুর ব্যারাজের বিকল্প সেতু ও শিল্পে জল-পরিকাঠামোর দাবিও ওঠে। শুভেন্দুর দাবি, ১৫ হাজার কোটির বিনিয়োগে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় কাজ ফিরবে।







'ঋতব্রত তৃণমূল-এ বাঁকুড়া জেলা সভাপতি রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়।ওই দলে প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি ও প্রাক্তন পুরপ্রধান অলকা সেন মজুমদারও। -ফাইল চিত্র

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।।
- গীতা, কর্মযোগ,১৯ নং শ্লোক
"অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া সর্বদা কর্তব্য (নিত্য) কর্মের অনুষ্ঠান করো। কামনা শূন্য হইয়া কর্ম করিলে মানুষ নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করে।

সম্পাদকীয়

বীজে স্বনির্ভর হলে লাভবান হবে বাংলা, উপকৃত হবে বাঁকুড়াও

পশ্চিমবঙ্গকে পূর্ব ভারতের অন্যতম 'সীড হাব' বা উন্নতমানের বীজ উৎপাদনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে, তা সত্যিই আশাব্যঞ্জক। সম্প্রতি ব্যারাকপুরে আইসিএআরের (ICAR) একটি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানান, পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি বিশেষ কৃষি পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে। সেই পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হল, দেশকে উন্নতমানের বীজ উৎপাদনে স্বনির্ভর করে তোলা। এতে সমগ্র ভারতবর্ষের কৃষি-পরিকাঠামো অর্থনৈতিকভাবে সুদৃঢ় হবে।

ঈশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের শুষ্ক আবহাওয়া এই সীড হাবের পক্ষে অনুকূল। এলাকায় সীড হাব হলে দেশের উন্নতির পাশাপাশি বঙ্গকৃষকদের উন্নতি হবে বলে বিশ্বাস কৃষিবিদদের। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এতে পশ্চিমবঙ্গের ছোট ও মাঝারি কৃষকদের কৃষিতে প্রযুক্তি এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে কৃষির উপর চাপ কমাতে সহায়ক হবে।

ভাবতে অবাক লাগে, দেশের সবচেয়ে বেশি পাট উৎপাদনকারী রাজ্য হল পশ্চিমবঙ্গ। অথচ সেই পাটের বীজ আসে মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে । আবার আলু উৎপাদনে রাজ্য প্রথম সারিতে থেকেও আলুর বীজ নিতে হয় পাঞ্জাব থেকে। যার ফলস্বরূপ অত্যন্ত নিম্নমানের বীজ অতিরিক্ত দাম দিয়ে ক্রয় করতে হয় চাষিদের। প্রায়শই এমন ঘটনা ঘটে। এই নির্ভরতা কমিয়ে নিজের রাজ্যেই ভালো মানের বীজ উৎপাদন করতে পারলে কৃষক যেমন লাভবান হবেন, তেমনই রাজ্যের অর্থনীতিও শক্তিশালী হবে। বাড়বে কর্ম সংস্থান।

আসলে কৃষির শুরুই হয় বীজ দিয়ে। বীজ ভালো হলে ফলনও ভালো হয়। রোগ-পোকার আক্রমণ কম হয়, উৎপাদন খরচও অনেক কমে যায়। ফলে কৃষকের লাভ বাড়ে। তাই রাজ্যে সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে যদি উন্নতমানের বীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তাহলে শুধু কৃষকই নন, কৃষিকে ঘিরে ছোট-বড় অনেক ব্যবসা, শিল্প এবং কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হবে।

এই পরিকল্পনায় বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামে সম্ভাবনাও কম নয়। ধান, গম, ভুট্টো, রাগি, বাজরা, সরিষা, তিল, ডাল (ছোলা, মটর, বিনস, অড়হর, বিরি, মুসুর, মুগ) চিনা বাদাম-পালক, লাল শাক, ধনেপাতা, গাজর, টমাটো, বেগুন সহ নানা ফসলের বীজ উৎপাদনের প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। এখানকার মাটি, আবহাওয়া এবং কৃষকদের অভিজ্ঞতা বীজ উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র এবং কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায় যদি কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তি এবং বাজারের সঙ্গে সংযোগ করে দেওয়া যায়, তাহলে বাঁকুড়াও সহজেই বীজ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা হয়ে উঠতে পারে। এতে কৃষকদের আয় যেমন বাড়বে, তেমনই গ্রামের বহু যুবকের নতুন কাজের সুযোগও তৈরি হবে।তবে শুধু ঘোষণা করলেই হবে না।

পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবে নামাতে হবে। কারণ সরকারি প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনেক সময় কাজ শুরু হতে দেরি হয়। এদিকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বেসরকারি উদ্যোগে ইতিমধ্যেই বীজ উৎপাদনের কাজ চলছে। তাই সরকারি ও বেসরকারি-দুই ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এগোতে পারলে ভালো ফল মিলবে।

'সীড হাব' তৈরি করা শুধু একটি সরকারি প্রকল্প নয়, এটি বাংলার কৃষিকে আরও শক্তিশালী করার একটি বড় সুযোগ। তবে সেই সুযোগের পুরো সুবিধা তখনই পাওয়া যাবে, যখন কৃষক সহজে ভালো বীজ উৎপাদনের প্রশিক্ষণ পাবেন, উৎপাদিত বীজের ন্যায্য দাম পাবেন এবং বিক্রির নিশ্চয়তা থাকবে। বাঁকুড়ার মতো কৃষিনির্ভর জেলার জন্য এই এই উদ্যোগ সত্যিই নতুন আশার আলো। এখন দেখার, এই পরিকল্পনা কত দ্রুত মাঠে বাস্তব রূপ পায়।

১২৫ দিনের কাজে রাজ্যে শীর্ষে বাঁকুড়া:নতুন কর্মসংস্থানে জোর,অনুমোদিত ২৯২টি প্রকল্প

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে বাঁকুড়া জেলা। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে অন্তত ২০টি নতুন প্রকল্প গ্রহণের প্রক্রিয়া জোরদার হয়েছে। সেই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ কাজের অগ্রগতির নিরিখে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ২৩টি জেলার মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে বাঁকুড়া।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জেলার ১৯০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ইতিমধ্যে ৭২টিতে কাজ শুরু হয়েছে এবং প্রায় ৩৮৪ জন শ্রমিক কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। সমগ্র রাজ্যে ২৯১টি পঞ্চায়েতে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে, যেখানে ১০ হাজারেরও বেশি শ্রমিক যুক্ত হয়েছেন। বাঁকুড়ার পরেই রয়েছে বীরভূম ও পুরুলিয়া জেলা।

জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে জেলার প্রতিটি পঞ্চায়েতে পর্যায়ক্রমে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ২৯২টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং আরও বেশি সংখ্যক শ্রমিককে কাজের আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রশাসন সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

যদিও বড়জোড়ার মালিয়াড়া ও পখন্না এবং খাতড়ার দহলা গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রশাসনিক জটিলতার কারণে কিছু প্রকল্পের কাজ সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়েছে, তবুও সামগ্রিকভাবে বাঁকুড়ার অগ্রগতি রাজ্যে প্রশংসিত হয়েছে। সরকারের দাবি, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই প্রকল্প আগামী দিনে আরও গতি পাবে, যদিও বিরোধীদের দাবি-গ্রামের প্রতিটি কর্মপ্রার্থীকে দ্রুত কাজের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

গ্রেফতার গোপের স্ত্রী



বিষ্ণুপুর আদালতের পথে ধৃত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূরবী দত্ত মল্লিক

নিজস্ব সংবাদদাতা,পাত্রসায়র ও বিষ্ণুপুর:রাজ্যে পালাবদলের পরেই গা- ডাকা দিয়েছেন ধর্ষণ-সহ বেশ কয়েকটি মামলায় অভিযুক্ত তৃণমূলের প্রাক্তন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুব্রত দত্ত ওরফে গোপে।

এবার এক নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় তথ্য-প্রমাণ লোপাটে সাহায্য ও থানায় অভিযোগ জানাতে বাধা দেওয়ার মামলায় গ্রেফতার হলেন গোপের স্ত্রী তথা পাত্রসায়র পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূরবী দত্ত মল্লিক।

সম্প্রতি পূরবীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে গ্রেফতার করা হয়।বিষ্ণুপুর আদালতে তোলা হলে ৭ দিনের জেল হেফাজত হয়।

গত মার্চে এক নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। পরিবারের অভিযোগ, এক যুবকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। যুবক অস্বীকার করায় নাবালিকা আত্মহত্যা করে। থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পূরবী প্রভাব খাটিয়ে বাধা দেন এবং ময়না তদন্ত করতে দেননি।

রাজ্যে পালাবদলের পর সম্প্রতি পকসো আইনে ও আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলা দায়ের হয়। গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত রোহিত মল্লিক ও তার মা রুম্পা মল্লিক।

পূরবীর বক্তব্য,"পুরোটাই রাজনৈতিক চক্রান্ত।"

বিজেপি নেতা অনুপ ঘোষ বলেন, "পাত্রসায়রের মানুষের উপরে অনেক অত্যাচার করেছেন স্বামী-স্ত্রী। পাপ করলে তার ফল ভোগ করতেই হবে।"

বিভিন্ন দাবিতে সিপিএমের মিছিল ও ডেপুটেশন

রানিবাঁধ ও তালডাংরা :জঙ্গলমহলের মানুষের পশুপালন ও জীবন জীবিকায় লাথি মারার অভিযোগ তুলে রানিবাঁধের ঘোড়াধরা ও পড়াডি গবাদি পশুর হাট দ্রুত আগের অবস্থায় চালুর দাবিতে আন্দোলনে নামল সিপিএম। একই সঙ্গে সমস্ত মহিলাদের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের আবেদন পদ্ধতিতে সরলীকরণ, এস.সি-এস.টি হস্টেল চালু, বারিকুল থানাকে ব্লক উন্নীত -সহ ১৬ দফা দাবিকে সামনে রেখে শুক্রবার রানিবাঁধ বাজারে মিছিল শেষে বিডিও অফিসের সামনে পৌঁছান ওই দলের নেতা কর্মী সমর্থকেরা। পরে তাঁদের এক প্রতিনিধি দল বিডিও অফিসে গিয়ে দাবিপত্র জমা দেন।একই সঙ্গে অবিলম্বে দাবি পূরণ না হলে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারী দিয়েছেন সিপিএম নেতৃত্ব। এদিন বিভিন্ন দাবিতে তালডাংরা বাজারেও মিছিল শেষে ব্লক প্রশাসনের কাছে ডেপুটেশন দেয় সিপিএম নেতৃত্ব।



অরণ্য সপ্তাহে

ইন্দপুর : অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষে গাছ লাগানো ও পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিল ইন্দপুর বনাঞ্চল। বৃহস্পতিবার দিনভর নানা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে পালন করা হল এই সপ্তাহ।

ইন্দপুর বনাঞ্চলের উদ্যোগে আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন এলাকার দুই বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও সৌমিক পাত্র। তাছাড়াও শামিল হয়েছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুভাষ সরকার, ইন্দপুরের বিডিও প্রসেনজিৎ চৌধুরী, ওসি শ্রীমন্ত চক্রবর্তী, সমাজকর্মী প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সৌগত পাত্র, সুদীপ চক্রবর্তী, রেঞ্জ আধিকারিক কোয়েল মৌলিক সহ বন দফতরের কর্মী আধিকারিকেরা।



রেঞ্জ আধিকারিক কোয়েল মৌলিক জানান, অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষে শতাধিক পড়ুয়াকে নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন বিভিন্ন বিভাগের বিজয়ীদের পুরস্কৃত করার পাশাপাশি প্রত্যেককে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। আদিবাসী ধামসা-মাদল ছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল।

সংগঠনের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

খাতড়াঃ 'বিজিটিএ' বাঁকুড়া জেলা কমিটির উদ্যোগে আহ্বায়ক দিব্যেন্দু মিশ্রের সহযোগিতায় আয়োজিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। ১২ জুলাই রবিবার খাতড়া কংসাবতী শিশু বিদ্যালয়ে আয়োজিত কর্মসূচিতে উৎসাহী রক্তদাতাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখা গিয়েছে। মহিলা ও পুরুষ মিলিয়ে প্রায় ৬০ জন রক্তদান করেন শিবিরে।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি শ্রী ধ্রুবপদ ঘোষাল, রাজ্য কমিটির সদস্য দিব্যেন্দু মিশ্র, বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক অভিজিৎ দাস, হুগলী জেলার সম্পাদক সঞ্জীব চ্যাটার্জী -সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি

বেআইনি নির্মাণ সরাতে নোটিস

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দপুর : রাস্তা দখল করে তৈরি বেআইনি নির্মাণ সরাতে নোটিস পড়ল ইন্দপুর ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ওই অবৈধ নির্মাণ সরিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে। তবে তৃণমূল সূত্রে খবর, ওই ঘরটি ব্যক্তি মালিকানাধীন। ভাড়া দিয়ে সেখানে চলত কার্যালয়।

বাঁকুড়া-খাতড়া দু নম্বর রাজ্য সড়কের পাশে, বাংলা বাজারে ধরমপুর মৌজায় রয়েছে ঝাঁ চকচকে ওই কার্যালয়টি।

অভিযোগ, সরকারি জায়গায় তৈরি হয়েছে ওই ঘর। ওই নির্মাণ সরাতে পূর্ত দফতরের তরফে গত ৮ জুলাই বুধবার কার্যালয়ের দেওয়ালে নোটিস সাঁটানো হয়েছে। তৃণমূল সূত্রে খবর, বাড়িটি বর্তমানে স্থানীয় শাঁকড়া গ্রামের বাসিন্দা চন্দন মণ্ডলের আওতায় রয়েছে। দল তাঁকেই ভাড়া দিত।

স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব জানান, "পূর্ত দফতরের জায়গায় অবৈধ নির্মাণ থাকলে তা অবশ্যই ভেঙে ফেলা উচিত। কিন্তু বেছে বেছে তৃণমূলের কার্যালয় ভাঙলে তা প্রতিহিংসার রাজনীতি ছাড়া কিছুই নয়।" এলাকার নাগরিক সমাজ থেকে তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের দাবি, বাংলা বাজারে বহু অবৈধ নির্মাণ রয়েছে। ফুটপাত মুক্ত করা থেকে বাজার এলাকা যানজট মুক্ত করতে প্রশাসন নিরপেক্ষ ভাবে পদক্ষেপ করুক।এই দাবিতেই সমাজ মাধ্যমে সরব হচ্ছেন নাগরিক সমাজের একাংশ। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রশাসন পদক্ষেপ করবে।



রথযাত্রা উপলক্ষে বাঁকুড়ার ৬ কমিটিকে ৫ লক্ষ টাকার অনুদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়াঃ বাঁকুড়া জেলার ৬টি রথযাত্রা কমিটির হাতে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের পক্ষ থেকে প্রতীকী ভাবে ৫ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপার।

নবান্ন থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই সমন্বয় বৈঠকের সূচনা করেন।আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত কমিটিগুলি হল-রাজদরবার রথযাত্রা উৎসব কমিটি, বিষ্ণুপুর, ব্যাপারীহাট বড় রথ কমিটি, বাঁকুড়া, শ্যামসুন্দর রথ কমিটি, বাঁকুড়া , মাধবগঞ্জ এগারোপাড়া উৎসব কমিটি, বিষ্ণুপুর, কৃষ্ণগঞ্জ আটপাড়া উৎসব কমিটি, বিষ্ণুপুর, রামপুর বড় মণ্ডল দেবোত্তর এস্টেট, পাত্রসায়র। তবে জেলার বেশ কিছু প্রাচীন রথযাত্রা কমিটি এই সুবিধা পায়নি বলে আক্ষেপ রয়েছে গেছে ।

পুর প্রশাসককে ডেপুটেশন

বাঁকুড়া: পৌর পরিষেবা বিপর্যস্ত ও প্রশাসনিক অচলাবস্থার অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার, ৭ জুলাই বাঁকুড়া পুরসভার প্রশাসককে ডেপুটেশন দিল সিপিএম। পাড়ায় সমাধান প্রকল্পের বুথ ভিত্তিক ১০ লক্ষ টাকার কাজের তালিকা প্রকাশ, স্থায়ী-অস্থায়ী কর্মীদের সময় মতো বেতন, প্রতিটি ওয়ার্ডের প্রধান রাস্তা দ্রুত মেরামত-সহ মোট ১০ দফা দাবি জানানো হয়।

মিছিল করে শহর পরিক্রমার পর পৌর দপ্তরের সামনে সভা করেন নেতা-কর্মীরা। পরে প্রতিনিধি দল গিয়ে প্রশাসকের কাছে দাবিপত্র তুলে দেন।

সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য অভয় মুখার্জীর অভিযোগ, বাঁকুড়া পুরসভা কার্যত অচল। নাগরিক পরিষেবা ভেঙে পড়েছে। বিধায়ককে দিয়ে পৌরসভা চালানো সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক কাজ।

একই সঙ্গে তাঁর প্রশ্ন, "পাড়ায় সমাধান প্রকল্পে প্রতিটি ওয়ার্ডে ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের হিসেব কোথায়? সাধারণ মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন না, অথচ টাকার কোনো হিসেব নেই।"

মুকুটমণিপুরে ছোট চিড়িয়াখানা তৈরির উদ্যোগ, জমি চিহ্নিতের কাজ শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, মুকুটমণিপুর: পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুরে ছোট আকারের চিড়িয়াখানা তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য সরকার।

সম্প্রতি হুল দিবসের অনুষ্ঠানে মুকুটমণিপুরে এসে এ বিষয়ে প্রস্তাব দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে চিড়িয়াখানার জন্য উপযুক্ত জমি চিহ্নিত করার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। মুকুটমণিপুরে রোপওয়ে তৈরির ঘোষণা আগেই করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা রানিবাঁধের বিধায়ক ক্ষুদিরাম টুডু। তার মধ্যেই এবার চিড়িয়াখানা নিয়ে তৎপরতা শুরু হল।

বর্তমানে মুকুটমণিপুরে প্রায় ২৫০০ বর্গমিটার জায়গা জুড়ে একটি হরিণ উদ্যান রয়েছে। সেখানে প্রায় ৮৮ টি চিতল হরিণ আছে। তবে সেই উদ্যানে নৌকা করে যেতে হয়।

তাই পর্যটকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে জলাধারের কাছাকাছি সহজে যাতায়াতযোগ্য কোনও জায়গায় চিড়িয়াখানা তৈরির ভাবনা চলছে। চিড়িয়াখানায় কী পশু রাখা হবে তা নিয়েও আলোচনা চলছে।

বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী মুকুটমণিপুরে চিড়িয়াখানা তৈরির জন্য জমি চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। খুব শীঘ্রই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্য সরকারকে রিপোর্ট পাঠানো হবে।"

জাতীয় সড়কে পিকআপ ভ্যান উল্টে জখম ৩৫ জন

গঙ্গাজলঘাটি: শোকের কাজে যাওয়ার পথেই নেমে এল বিপদ। বাঁকুড়া-রানিগঞ্জ জাতীয় সড়কে পিকআপ ভ্যান উল্টে জখম হলেন ৩৫ জন যাত্রী। ঘটনাটি ঘটে ১৩ জুলাই, গঙ্গাজলঘাটি থানার দুর্লভপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গঙ্গাজলঘাটির রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দারা একটি পারলৌকিক কাজে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই পিকআপটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়।খবর পেয়ে স্থানীয়েরা ও পুলিশ ছুটে আসে। আহতদের প্রথমে অমরকানন গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ৩৫ জনকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হয়।

বাঁকুড়া মেডিক্যাল সূত্রে খবর, ৫ জনের চোট বেশি। তাদের ভর্তি রাখা হয়েছে। বাকি ৩০ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

চুঁচুড়ার মঞ্চে বাঁকুড়ার 'বীজ',মুগ্ধ দর্শক

হুগলির চুঁচুড়ায় আয়োজিত নাট্যোৎসবে বাঁকুড়ার শিল্পীদের নাটক মন কাড়ল দর্শকদের।

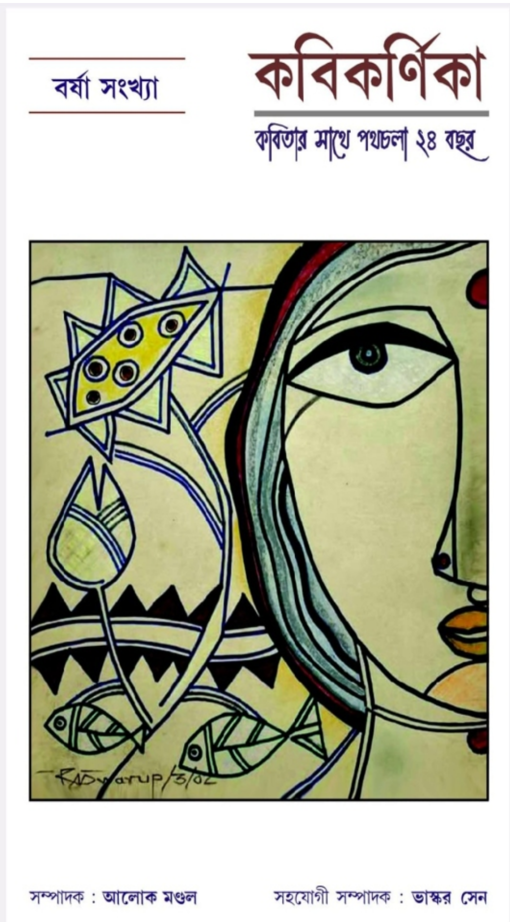
সম্প্রতি চুঁচুড়ার নাট্যদল 'যৌথিক'-এর উদ্যোগে বসা নাট্যোৎসবে বাদল সরকারের 'বীজ' নাটকটি মঞ্চস্থ করে বাঁকুড়া প্রকল্পনা সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র।



নাটকটি পরিচালনা করেছেন শর্মিষ্ঠা দুয়ারী। তিনি জানান, বাদল সরকারের জন্মশতবর্ষে ২০২৫ সালে প্রথম এই নাটক মঞ্চে আনে তাঁদের দল। চুঁচুড়ার মঞ্চে এটি ছিল দ্বিতীয়বারের উপস্থাপনা।

অভিনয়ে ছিলেন কৃষ্ণা কুন্ডু, সাথী কামিল্যা, মেঘা দাস চক্রবর্তী, হিমিকা সিংহ মহাপাত্র, ঝিনুক দুয়ারী ও স্নেহাশিস রায়। আবহ সঙ্গীত পান্থদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, আলো সামলেছেন গোপাল রাজ এবং মঞ্চসজ্জা করেছেন সরিৎসাগর মহান্তি।

প্রকাশিত হল 'কবিকর্ণিকা'-র বর্ষা সংখ্যা



প্রকাশ পেল সাহিত্যপত্র 'কবিকর্ণিকা'-র বর্ষা সংখ্যা। সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের সভাকক্ষে বইটির আনুষ্ঠানিক আবরণ উন্মোচন হয়।

এই সংখ্যায় মোট ৮৬ জন নবীন ও প্রবীণ কবির লেখা স্থান পেয়েছে।ত্রৈমাসিক এই কবিতাপত্রটিতে এবারে লিখেছেন অংশুমান কর, দিশারী মুখোপাধ্যায়, নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আলো বসু, যশোবন্ত বসু প্রমুখ। বাবাকে নিয়ে দীর্ঘ একটি কবিতা লিখেছেন অভিজিৎ দাস কর্মকার। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন আলোক মণ্ডল। সহযোগী সম্পাদক ভাস্কর সেন। প্রচ্ছদ এঁকেছেন চিত্রশিল্পী বিশ্বরূপ দত্ত।

Printed, Published and Owned by Suvendu Tantubay from Hirasole,Indpur,Bankura (W.B) - 722136 and Printed at Ganachetana Press 498/4/1,Sikharia Para, Natubabur Lane, Bankura (W.B)722101.EDITOR- SUVENDU TANTUBAY Mobile 9635772972,Chief Editor: Soumen Rakshit (Unpaid)